ফেরারি অমাবস্যা

ফেরারি অমাবস্যা

সাদিয়া তাজবীর

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Ferari Amabassa by **Sadia Tajbir**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 150.00
US $ 05
ISBN 978 984 95575 2 4

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭

http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

তোমাকে হারিয়ে পৃথিবী আঁধার আমার
অনেক ভালোবাসি তোমায় আব্বু **(আলতাফ হোসাইন)**

সূচিপত্র

অশরীরী স্মৃতি ৯
অসমাপ্ত তুমি ১০
ভেনিসের নির্জনতায় ১১
পরম বন্ধু ১২
রূপান্তরিত জীবন ১৩
স্বপ্নে পোড়া শব্দমালা ১৪
হে বীরযোদ্ধা ১৫
এই শহরে এসো একবার ১৭
নাগরিক চাঁদ ১৮
তোমারই নামের মালা ১৯
অমীমাংসিত মধ্যদুপুর ২২
তোমারই অপেক্ষায় ২৩
ভুলে থাকি ২৪
নিলীন ২৫
শুভদৃষ্টি ২৬
স্মৃতিবিধুর ২৭
মানুষ-১ ২৮
আমাকে ভাঙতে এসো না ২৯
এই বসন্তে ৩০
তোমার জন্য ৩১
ভালো থেকো ৩২
বিষের যাতনা ৩৩
মানুষ-২ ৩৪
অসুখ ৩৫
নারী ৩৬
রুয়েলিয়া ৩৭
মৌনী অমাবস্যা ৩৮
তোমার অপেক্ষায় ৩৯
দীর্ঘশ্বাস ৪০
চন্দ্রবালিকার কথোপকথন ৪১
কবিতা ৪২
জীবন নদী ৪৪
বসন্ত বিয়োগ ৪৫
ফেরা ৪৬
সুধাংশু ৪৭
অদৃশ্য মানব ৪৮
প্রিয় অমাবস্যা ৪৯
মধ্যরাতের চিঠি ৫০
কানামাছি স্বপ্ন ৫১
খেলা ৫২
ইন্দ্র পূর্ণিমা ৫৩
একখন্ড জমি ৫৪
হাতের আঙুল ৫৫
তুই ৫৬
বিধাতা ৫৭
প্রিয় চিরকুট ৫৮
লাল-নীল স্বপ্ন ৫৯
লাবণ্য ৬০
কোনো এক আষাঢ়ে ৬১
ফাগুনের আগুন ৬২
শরতের মগ্নতা ৬৩
আড়াল খুঁজি ৬৪

অশরীরী স্মৃতি

শীতের এই নিকষকালো আঁধারে ছায়া ফেলে
এগিয়ে যায় অন্ধকারের গভীর স্মৃতি।
দুই বেণির সেই ছোট্ট বালিকা।
অদেখাই থেকে গেল তার জ্যামিতিক চোখের ভাঁজ,
গভীর অরণ্যের আঁকাবাঁকা পথে হেঁটে যায় সেই অশরীরী।
দিঘল কালো চুলের সেই দুই বেণি।
আজও আমায় ডেকে চলে!
হৃদয় কম্পিত হয় পৃথিবীর ঘোর অমানিশায়,
চোখ বন্ধ করলেই অন্ধকারে আঁকিবুঁকি সেই মুখ অবয়ব।
আমি তারে চিনি না, সে কি তবে আমারে চেনে?
কোনো এক জন্মে তবে কি সে আমারই ছিল?
নাকি আমি তার ভবিষ্যৎ?
প্রশ্নের আঁচড় কাটে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম শিরায়।
হাজার বছরের সেই কালো রাত ফিরে আসে
শীতের এই দীর্ঘ রাতে
বিবর্ণ হাতের ভাঁজে
ঝুলে পড়া কাজলহীন চোখে।
ভয়ার্ত গোঙানির তালে ॥
দুই বেণি...
হেঁটে চলা...
গভীর অন্ধকারের অরণ্যে।
হেঁটে চলা...
হেঁটে চলা...
জাগতিক ঘুমে,
মহাজাগতিক আলোকরশ্মির খোঁজে।

অসমাপ্ত তুমি

তুমি আছো সবটা জুড়ে
অথচ কী ভীষণ তুমিহীন এ হৃদয় আমার।
হাত বাড়ালেই চন্দ্রের আলো।
ভীষণ অমাবস্যায় চৌচির রাত্রিযাপন।
ভাদ্রের রোদ হয়ে এসেছিলে হৃদয় মন্দিরে,
অথচ শ্রাবণ সন্ধ্যায় নিকষকালো মেঘে পুড়ে চৌচির।
শীতের রাতজুড়ে,
বিবর্ণ ভালোবাসার পত্রমিতালির শেষ অংশটুকু জুড়েও
কী ভীষণভাবে তুমি থাকো।
অথচ আজও তুমি শুধুই
আমার অসমাপ্ত একটি কবিতা হয়েই আছো।

ভেনিসের নির্জনতায়

সন্ধের নির্জনতায় হেঁটে চলি প্রাচীন সভ্যতার পথে।
একা আমি একলা আমি হেঁটে চলি,
নাগরিক মুখরতার শেষ রজনিতে।
ক্যানালের দুই পাশের কয়েকশো বছরের প্রাসাদগুলো,
ঠান্ডা হাওয়ায় শিস দিয়ে যায় সভ্যতার বিবর্তনের।
ওকগাছের পাইলিঙের ওপর দাঁড়িয়ে আছে
হাজার বছরের পুরোনো সভ্যতা।
অ্যাড্রিয়াটিকের নীল জলরাশি প্রতিদিন শুদ্ধ করে যায়
এই শহরের ভিত্তিকে।
ভালোবাসা এখানে শুধু শরীরে নয়,
শিরায় শিরায় টান দিয়ে যায়।
ব্রিজ অফ সাঁই তার পুরোনো দীর্ঘশ্বাস নিয়ে
আজও দাঁড়িয়ে আছে।
আর রিয়াল তো ব্রিজে আজও প্রেমিকা শেষ চুম্বন
দিয়ে ঘরে ফেরে।
সেন্ট মার্কোর চত্বরে,
বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হাহাকার নিয়ে,
রঙিন হয়ে আছে ক্যাথেডালের দেওয়াল কাহিনি।
গির্জার ঘণ্টাধ্বনি রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে,
জানান দিয়ে যায় যিশুর অস্তিত্ব।
গ্র্যান্ড ক্যানালের জলযানে ভেসে চলি আমি,
আকাশে ছুটে চলে পূর্ণিমা রাতের চাঁদ।
পুরোনো সভ্যতার ঘ্রাণ নিয়ে আমি ভেসে চলি,
নীল বোতলে রেড ওয়াইনের তলানির স্বাদে।

পরম বন্ধু

মৃত্যু খুব নিঃশব্দে এসে আলোড়ন তোলে
হৃদয়ের প্রতিটি ভাঁজে।
শিহরন তোলে শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়।
অদেখা সেই ভুবন বড্ড আপন অথচ,
অজানাই থেকে যায় সকল জীবন্ত শব্দকোষ।
হেরে যায় জীবনের সকল প্রাপ্তি তারই স্পর্শে,
এ কি শুধুই শীতল স্পর্শ নাকি উত্তপ্ত আলিঙ্গন?
এক জীবনে শুধু তাকেই বয়ে চলে হৃদয় স্পন্দন।
অথচ তার গভীরতার উপলব্ধি,
অদেখা অলিখিত আলিঙ্গন।
যতন করা অলিন্দদ্বয়ে তার তীব্র বিষফোড়ন।
অযাচিত এই জীবনের দম্ভে,
হারিয়ে ফেলা, বড্ড আপন মৃত্যুকে
চিনে নেওয়ার, জেনে নেওয়ার নেই কোনো আয়োজন।
হেঁটে চলা সমুদ্রের এই বিশাল ভুবনে
একমাত্র প্রিয় বন্ধু
কেবলই মৃত্যু।